তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৫৭

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি'র যুগ্ম-মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

তারিখ- ১৫-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ প্রিয় দর্শক কোভিডের আক্রান্তে বিবেচনায় বিশ্বে যে কয়টি দেশ সবার উপরে তার মধ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৮ম স্থানে উঠে এসেছে। অর্থাৎ পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য মোটেও সুখকর নয়। কোনদিন আক্রান্তের কোনদিন পরীক্ষার বিপরীতে সনাক্তের হারের এবং কোনদিন মৃত্তের রেকর্ড বাংলাদেশ করে চলেছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটো বিষয় সামনে আসে। একটি হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা সরকার এখনো করতে পারিনি যদিও এর শুরুটা অত্যন্ত ভালো ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত খানিকটা লেজেগুর অবস্থা। তবে সরকারের দিক থেকে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী সত্য করবার চেষ্টা করেছেন যে দেশের যাদের টিকা নেওয়ার প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিককে টিকা দেওয়া হবে এবং বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে সেটিও ব্যবস্থা সরকার করবে। অন্যদিকে নাগরিকদের মধ্যে যে ধরনের সচেতনতা থাকা দরকার নাগরিকরা সেটি অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেখানে তাদের এক ধরনের অনীহা। সরকারের দিক থেকেও কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা আছে, শুরুর দিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুর্নীতি, অনিয়ম, অবিবেচিত কথাবার্তা এবং সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেটি গত বছরের শেষের দিকে এসে বা এবছর প্রথম দিকে এসে খানিকটা গুছিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এখন আবার সেই একই পরিস্থিতি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের লকডাউনের নামে কখনো সাধারণ ছুটি, কখনো লকডাউন, কখনো শাটডাউন, কখনো কঠোর লকডাউন এই নামে নামে চলছে কিন্তু আসলে সেগুলো শিথিল ভাবেই হচ্ছে কোনভাবেই কিছু করা যাচ্ছে না। এবারে যে লকডাউন চলছিল সেটিকেও বলা হয়েছিল যে কঠোর লকডাউন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিথিলভাবে বা ঢিলেঢালাভাবে চলছে এবং ঈদকে সামনে রেখে এখন সেটিকে একেবারে বিধি-নিষেধ শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। ১৫ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত বলা হয়েছে এরপরে একেবারে কঠোর লকডাউন করা হবে ধারণা করা হচ্ছে। সকল ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আমরা যতদূর জানি যে গার্মেন্টস মালিকরা তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে বিজিবি সেখানে তারা বৈঠকও করছে যে কোনো অবস্থাতে গার্মেন্টস খোলা রাখা যায় কিনা সেসব বিষয় নিয়ে। সো এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী, পরিস্থিতির মোকাবেলা উপায় কি। রাজনৈতিক দলগুলো কেও কেও বলছে যে সকল রাজনৈতিক সংগঠন কে নিয়ে একটা পরামর্শ করে কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য। সরকারের দিক থেকে সরকার মনে করছে যে তারা নিজরা মোটামুটি পারবে। আবার সরকারের ভিতরে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। ইতিমধ্যে আমরা পার্লামেন্টে লক্ষ্য করেছি যে এই বিতর্কে বলা হয়ে থাকে আমলাদেরকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছে, রাজনীতিকরা তেমন একটা গুরুত্ব পাচ্ছে না এই করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায়। কিন্তু অনেকেরই ধারণা রাজনীতিকরা যদি ফ্রন্টলাইনে থাকতেন অর্থাৎ নেতৃত্বে থাকতেন তাহলে পরিস্থিতি অনেক সহজতর করা হতো। কেননা জনগণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগটাই বেশি। সব মিলিয়ে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে তেমন কোন উদ্যোগ না থাকলেও তারা প্রতিনিয়ত কথাবার্তা বলছে এবং তারা এখন সর্বশেষ যেটি বিএনপি মহাসচিব বলবার চেষ্টা করছেন যে আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। কিসের আন্দোলন কবে আন্দোলন হবে তারা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কোনো ধারণা দিতে পারছেনা এবং কেন আন্দোলন। সবমিলিয়ে এসব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবার জন্য দুজন রাজনৈতিক আমার সঙ্গে রয়েছেন ঢাকার বাসা থেকে দুজনই যুক্ত হচ্ছেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এই আলোচনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র যুগ্ম-মহাসচিব এবং সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন| স্বাগতম আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়| মিস্টার অসীম কুমার উকিল পরিস্থিতি কেমন মনে হচ্ছে|

অসীম কুমার উকিলঃ আপনাকে আমি ধন্যবাদ, এই সুন্দর আলোচনায় আমাকে হাজির করার জন্য| আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহ আলোচক আইনোলোক একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি| আইনোমানেজ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি জনাব মাহবুব উদ্দিন খোকনকে আমার সহ আলোচক হিসেবে উপস্থিত করার জন্য| যারা এই মধ্যরাতে যারা দেশ বিদেশে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আজকের অনুষ্ঠান মালা দেখছেন তাদেরকে শুভেচ্ছাও প্রত্যাশা জ্ঞাপন করছি যে যেখানে আছি সবাই মিলে করোনা যুদ্ধে বিজয়ী হই সামনের দিকে এগিয়ে যাব। জনাব জিল্লুর রহমান আপনি সংক্ষেপে উপস্থাপনায় যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন এর ভিতরেই| আলোচনা আপনি প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন| আলোচনাটা এর মধ্যে আমরা ঘুরেফিরে আবর্তিত হবে| সঙ্গে এই লকডাউন শাটডাউন কঠোর লকডাউন শিথিল লকডাউন টার্ম গুলো গত দেড় বছরে আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছে| এর আগে ঠিক পরিচিত ছিলনা বা প্রয়োজন ছিল বিষয়গুলো এরকম ছিল না| পরিস্থিতির মুখরতার আমরা এই টার্ম গুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি এগিয়ে যাচ্ছি| এখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যখন কথা বলছি তখনএকটা কঠোর লকডাউন থেকে শিথিল লকডাউনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি| এখন দেখেন এখানে হাতডাক করার বিষয় নেই লুকোচুরি করার বিষয় নেই| সামনে কোরবানির ঈদ আছে পবিত্র ঈদ কে সামনে রেখেই জীবন-জীবিকার বিষয়টাকে সর্বোচ্চ বিবেচনা দিয়ে এই শিথিলের বিষয়টা এসেছে| আবার পরবর্তী সময়ে ঈদ ২১ তারিখে হবে আবার ২৩ তারিখ থেকে কঠোর লকডাউন এই সিদ্ধান্তটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে| সরকারের দিক থেকে চেষ্টা আছে খুব স্বাভাবিকভাবে পরিস্থিতি টাকে নিয়ন্ত্রণ করার| আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী গুলো দায়িত্ব পালন করছেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব পালন করছেন, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোসবাই দায়িত্ব পালন করছে| কারো ডাক দেওয়ার জন্য কারো আহ্বানের জন্য কেউ অপেক্ষা করছে বিষয়টি আমার কাছে তা মনে হয় না| সকলেই যার যার অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে যে যতটুকু পারে করছে| সেক্ষেত্রে সুযোগও সবার সমান আছে তা করি না| একজন সরকারি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের, স্বাস্থ্যকর্মীদের কিংবা ইয়নও যে সুযোগটুকু আছে সাধারণ নাগরিকের সেই সুযোগটুকু আছে তা না| তবুও যার উপর যতটুকু করার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি জনগণের যে প্রতিনিধি যারা আছেন নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা সবাই মিলে সবার জায়গা থেকে অগ্রসর হচ্ছে| সাম্প্রতিককালে আমরা আমাদের দেশের অবস্থাটা খুব ভালো নয়| আমরা সীমান্তবর্তী জেলা তে প্রথম চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী দিয়ে যেটা শুরু হয়েছিল এটা ক্রমশ অবনতির দিকে গিয়েছে| রাজশাহী বিভাগ থেকে খুলনা বিভাগ ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে বরিশাল বিভাগ সর্বত্রই এটা আসরে পড়েছে| সবাই মিলে চেষ্টা করছি, লকডাউনের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছি| তবে আপনি নিজেও বলতেছিলেন যে পরিত্রাণের উপায় গুলো কি| পরিত্রাণের উপায় তো যথার্থই ভ্যাকসিন| সমস্যাটা হচ্ছে যেটা আপনি ব্যাখ্যা করেছেন একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিলাম বিশেষ করে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে ভ্যাকসিন গুলো এসেছিল ৭ ই ফেব্রুয়ারি তারা বাংলাদেশের একযোগে আমরা যে ভ্যাকসিন দেওয়া টা শুরু করেছিলাম তারপর হঠাৎ করে এটা বাধাগ্রস্ত হলো ভারতীয় কোম্পানি ভ্যাকসিন টা দিতে না পারার কারণে কিংবা ভারতের কম্পানি যেটার র মেটেরিয়াল আমেরিকা থেকে আসত আমেরিকা সেটা র মেটেরিয়াল সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটি অনিশ্চয়তার মুখোমুখি আমরা পড়েছিলাম| পরবর্তী সময়ে সরকার, সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন অল্টারনেটিভ জায়গাগুলোতে যোগাযোগ করে একটি সলিউশন তৈরি করেছে| আমরা আজকে যখন কথা বলেছি তখন সারাদেশে পোর মাধ্যমে ভ্যাকসিন নেওয়া শুরু হয়েছে| মানুষের মাঝে যে অনিশ্চয়তাটা গত ৭ দিন আগে ছিল কিংবা ৭২ ঘন্টা পূর্বে ছিল সেটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা যায় সেই অনিশ্চয়তাটা অনেকাংশে কাটানো গেছে এবং যে বিষয়গুলি আমাদের হাতে আছে যে বিবেচনা গুলো আমাদের হাতে আছে সেই বিবেচনা গুলি আমাদের আশ্বস্ত করতে পারে আশ্বস্ত করছে যে

আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যে বাংলা দেশের সিংহভাগ মানুষের ভ্যাকসিন নেওয়াটা নিশ্চিত হবে নিতে পারবে এবং সেটা বিনামূল্যেই নিতে পারবে সেই জায়গাটুকু সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে| এখন অন্য যে বিষয়টা থাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা| এটা আমরা আপনারাযারা আলোচনা করছি যারা আলোচনা শুনছেন বিষয়টা একসময় এই রকমই ছিল যে গ্রামের মানুষ বলতো এটা শহরের রোগ বলতো যে এম পি সাব আপনার কিছু হবে না, আমরা গ্রামের মানুষ কষ্ট কইরা খাই, রোইদের মধ্যে কাজ করি কাজেই আমাদের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা যারা এসিতপ থাকুইন শহরের মধ্যে থাকুন আপনাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম আপনাদের এটা| এখন একথাটা হারিয়ে গেছে, একথাটা এখন আর কেউ বলে না| কিন্তু ওই যে একটা সিমটম ছিল আমাদের কিছু হবে না এই বৃত্ত টাকে ভেঙে গ্রামের মানুষ সাধারণ মানুষকে বের করে আনা যাচ্ছিল না| ফলে আজকে মাস্ক পড়াটা যে কতটা প্রয়োজনীয় একটা মাস্ক পরিধানের মধ্য দিয়েআমার প্রবলেমটা কে যে একটা স্যাটিসফেক্টরি লেভেলে নামিয়ে আনা যেত সে উপলব্ধিটাই আনা যাচ্ছে না| প্রথমত হচ্ছে এটা মাস্ক টা পড়া দ্বিতীয়তঃ হল স্বাস্থ্যবিধির গুলো মেনে চলা| এখনও দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝেই উৎসব-পার্বণে মাঝে মাঝেই প্রশাসনকে প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে আবার খুব স্বাভাবিক ভাবেই কুরবানী ঈদের বাজার বসবে| পত্রিকা মিডিয়াতে যে খবরগুলো আছে আসছে সেগুলি খুব ভালো খবর তানা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাজারগুলো বসছে তানা| সেক্ষেত্রে আমাদের আরো বেশি উদ্যোগী হতে হবে| উপস্থাপনায় জনাব জিল্লুর সাহেব আপনি বলছিলেন যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মানার ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা এটা একেবারে সাদা চোখে আমি অস্বীকার করছি তানা| কিন্তু শহরের অবস্থা গ্রামে অবস্থার মধ্যে একটা বিরাট ফারাক আছে| আমরা এই জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় কাজগুলো করতে গিয়ে দেখেছি আমরা ঢাকা শহরে এর মধ্যে অনেক ফারাক এটা ঠিক| গ্রামে এখন অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, প্রথম দিকে একটু সমস্যা ছিল কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে| সবাই একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে না সবাই মিলে মাঠে নামছে,তারাও কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করছে, সবাই মিলে কাজ করছে| কিন্তু কোরবানি ঈদকে ঘিরে একটি শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে| শুধু যে অন্যান্য মানুষ বাড়ি যাবে কি যাবে না এই বিষয়গুলো তো আছেই তার মধ্যে এই কোরবানির হাটটা এটা যদি আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে গভমেন্টের ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী একটা প্রবেশপথ থাকবে একটা বাহির পথ থাকবে, গেটে মাস্ক থাকবে স্যানিটাইজার থাকবে এগুলো ব্যবহার করে যাব বা এখানে থাকবে হলো ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা দামের গরু, ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকার মধ্যে গরু গুলো এই এরিয়াতে থাকবে, ১লাখ টাকা থেকে ২ লাখ টাকার গরু গুলো ঐদিকে থাকবে, ২ লক্ষ টাকার উপরে গরু গুলো ওই এরিয়াতে থাকবে, এই পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ এভাবে একটা ক্লাস করে যদি দেওয়া যায় তাও একটু রক্ষা পাওয়া যাবে| সবাই মিলে যদি…

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার অসীম কুমার উকিল আমি আসব আপনার কাছে আবার এবং আমার প্রশ্নটা থাকবে যে যেখানে কঠোর লকডাউন বলেই বিজিবি সেনাবাহিনী নামিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সেখানে শিথিল বলে লকডাউন যে লকডাউন তাতে মানুষকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে আমরা দেখেছি গত ঈদেও যায়নি| সো এই ঝুঁকিটা কেন সরকার নিল আপনার কাছে এই প্রশ্নটা থাকলো আমি আবার আসব আপনার কাছে| ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বাংলাদেশে প্রায় একদিন দুইদিন পর পরই এই মুহূর্তে আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষে যে দেশগুলো আছে তার উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে ১০ ৯ ৮করে আটে এসে থেমেছে| আজকে হয়তো এটি আরো উপরের দিকে যাবে| আমরা চাই না যাক নিচের দিকে নামে কিন্তু লক্ষণটা উপরের দিকে উঠার| সো আপনার পর্যবেক্ষণ কি পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে|

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ ধন্যবাদ আপনাকে জিল্লুর রহমান সাহেব এবং মাননীয় সম্পাদক অসীম কুমার উকিলকে| যারা অনুষ্ঠান করেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই মধ্যরাতে| আমি বলতে চাচ্ছি মাননীয় সম্পাদক অসীম কুমার উকিল সাহেব ধারাবাহিক বর্ণনা দিলেন| এর মধ্যে উনি শেষে শেষ করলেন যে স্বাস্থ্যবিধি মানলে হয়তো আরো ভালো হতো| আরো ভালো হতো এবং উনি আরো বললেন যে ভ্যাকসিন আসতে পারে ডিসেম্বরের নাগাদ বেশিরভাগ ওই ভ্যাকসিন পাবে| ডিসেম্বর পর্যন্ত কত লোক মারা যাবে সেটা কি চিন্তা করেছেন একটু? আর আপনি লকডাউন বা স্বাস্থ্যবিধি কার্যকর করতে চান

মানুষ খাওয়া দেবে কে? লকডাউন শব্দটা কিন্তু আমাদের দেশের শব্দ না বাংলাদেশের শব্দ না এটা| এই করোনা আসার পর কোভিড19 আসার পর| ইউরোপ-আমেরিকায় এই শব্দটি ব্যাবহার হচ্ছিল সেটাকে আমরা চয়ন করে সেখান থেকে নিয়েছি আমরা| সেখানে কিন্তু লকডাউন শব্দ টা নিয়েছে পাশাপাশি ওরা যে সামাজিকভাবে একটা মানুষকে unless he is very rich সবাইকে টাকা দিয়েছে খাওয়ার জন্য| লকডাউন কার্যকর করেছে| আমরা খাবার দিচ্ছেন না আপনি, যা দিচ্ছেন লুটপাট হয়ে যাচ্ছে| গরিব মানুষ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হয়ে গেছে, ইনকাম কমে গেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত গরীব হয়ে গেছে, গরিব এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে| আপনি বলছেন যে লকডাউন মানবে| কি করে মানাবেন আপনি| কি করে আশা করেন আপনি লকডাউন আসার মানুষ মানবে| সামাজিক ভাবে যে সাহায্য দিচ্ছেন ১০ টাকার চাল গত বছর দিয়েছিলেন চেয়ারম্যান ১০০ কতজন, চেয়ারম্যান মেম্বার ১০০ ১৫০ বোধ হয় এগুলো ধরা খেয়েছে দুর্নীতিতে, চাউল| আড়াই হাজার টাকা করে যুবকদের দিয়েছেন, তার দলীয় লোকজনদেরকে বেশিরভাগ দিয়েছেন| সব জায়গায় তো লিস্ট আপনাদের দলের লোকজনের করেছি, চেয়ারম্যান আপনার দলীয় চেয়ারম্যান| সেখানেও চুরি করেছেন আপনারা| তার স্বাস্থ্যখাতে ধরেন এই সিচুয়েশনে আপনি, বাংলাদেশ কিন্তু গণ সারা মানুষের বাংলাদেশ| একেক সময় একেক সরকার থাকতে পারে| কিন্তু আপনার গ্রাম পর্যায়ে এই যে এখন আমার এলাকায় শুনলাম আজকে শুনলাম যে বেছে বেছে আওয়ামী লীগের সমর্থক তাদের দেওয়া হচ্ছে, সামান্য সাহায্যও তাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে| প্রশাসনও সরকারের দলীয় মুখী হয়ে গেছে| দেশে যারা রাজনীতি করে না তাদের অবস্থা কি? আপনি খাওয়া দিতে পারছেন না| খাওয়ার জন্য রিক্সা চলে আসতেছে রাস্তায়,জন্য রাস্তায় চলে আসছে| ঢাকাতে যেখানে ডেইলি লেবার নেওয়া হয় তারা কোদাল নিয়ে ঝুলি নিয়ে বসে আছে যদি নেয় যদি| আপনি কিভাবে আশা করেন এটা? গ্রামপর্যায়ে আরো করুণ অবস্থা |আজকের গ্রামপর্যায়ে ছড়ায় পরছে, ছড়িয়ে পড়ছে| তাহলে আপনার প্রথম হবে সামাজিক মানুষকে সাহায্য করতে হবে| এখন আপনি চাচ্ছেন যে বলছেন সাহায্য করছে| কি সাহায্য করছেন আপনি? ভিজিট কার্ড দিচ্ছে, ভিজিট কার্ডের জন্য কয়জন যাবে আপনার| একদম প্রান্তিক গরীব যে তারা যাবে| এক ছাত্র বিএ পাস করা ছেলে চাকরি নাই, বেকার, কই সে যাবে? বা একটা মধ্যবিত্ত গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি, আপনার মেম্বাররা পার্লামেন্টরা জানেন গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি পেটে ক্ষুধা থাকলেও তো বলবে না সে| সে কি যাবে ঘরে বসে থাকবে| এই সিচুয়েশনে আপনি কিভাবে লকডাউন আপনার কার্যকর আশা করেন আপনি? আমি মনে করি...

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু লকডাউন ছাড়াই বা কি উপায় আছে?

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ না লকডাউন দিবে অবশ্যই..আপনার মানবিক সাপোর্ট দিবেন| লকডাউন অবশ্যই দিতে হবে,মানবিক সাপোর্ট, খাওয়া, ফুল্লী সাপোর্ট দিতে হবে| আপনার এই যে পুলিশ বলিস সেনাবাহিনী 500 লোককে দিচ্ছে টেলিভিশনে দেখাচ্ছে, আওয়ামী লীগ নেতারা দিচ্ছেন টেলিভিশনে দেখাচ্ছে ইজ নট এ সাহায্য চাই না| আপনি প্রত্যেক মানুষকে দিবেন যার প্রয়োজন| খাদ্য সহযোগিতা দিতে হবে, বাসায় পৌঁছে দিতে হবে| রাস্তায় মানুষ ভিজিট কার্ডের জন্য আসবেন আপনার কাছে এটা মনে রাখতে হবে| লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ বেকার| তারা খাওয়ান| এই হল একটা দিক| তো আপনার কঠোর লকডাউন দরকার, তাহলে অবশ্যই সেটা মিন করতে হবে| আপনার কাজ করতে হবে..

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনি জানেন যে একটা কল সেন্টারের মত করা হয়েছে মানে হট লাইন করা হয়েছে সাহায্য চাইবার জন্য|

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ হট লাইন করা হইছে, কয়জনকে দেখেছেন হটলাইনে আপনি? কয়জনকে... সে আমার পরিচিত অনেক লোক অনেক গরিব মানুষ আছে কয় যে, স্যার শেষ হয়ে গেল আজকে যে কোড টা শেষ হয়ে গেছে| সবাই আজকের পরে শেষ হয়ে গেছে| এটা কিন্তু অফুরন্ত না সিম্বলিক| সিম্বলিক, এটা বললাম সিম্বলিক আপনি চেক করে দেখেন| এক, দুই হল ভ্যাকসিন| আপনারা না বলেন 45 বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা আছে| বাংলাদেশ আমাদের গড় ইনকাম নাকি ২২০০

২৩০০ডলার| কেন ভ্যাকসিন কিনেন নাই আপনারা অ্যাডভান্স করেন নাই কেন| ঠিক আছে সেটা নাহয় দিতে পারল না, দিতে পারল না চুক্তি ভঙ্গের মামলা করেছেন? কেন আইনগত ব্যবস্থা নেন নাই? নেন নাই| তারপর সংঘটিকতা ফেল করছে| সমষ্টি অন্য দেশ থেকে কিনেন আপনি, অন্য কোম্পানি থেকে কিনেন আপনি| কিনেন নাই কেন? এখন আপনি কিনেছেন যা কিনেছেন বেশিরভাগ কিন্তু অনুদান| ওবাক্সের তাকিয়ে আছে ওখান থেকে সাহায্য করছে গরীব দেশীদের। গরিব দেশ গুলোকে সাহায্য করছে| সে কটা আমরা পাচ্ছি বেশিরভাগই এবং কিনার টা অল্প কিছু আসছে বোধ হয় ইএর থেকে সাহায্য আসছে, সিরাম থেকে, চায়না থেকে কিছু আসতেছে, আর এখন সব দানের টাই, সাহায্যের টা, গরীবদের দিচ্ছে সাহায্য। আপনি যে বলেন যে ধনী মানুষ, ওষুধ কেনার টাকা নেই আপনার| কি ধনী আপনারা? কার টাকায় ধনী আপনারা| সাধারণ মানুষ, আপনার সরদার ধনীহতে পারে, আওয়ামী লীগ ধনী হতে পারে, সাধারণ মানুষ গরিব| দেশ গরিব এখনো| আপনি জিকি সাহেবের ৪০০ কোটি টাকার লোকের সঙ্গে আপনার গ্রামের রিকশা আলা হিসাব করবেন আপনে? এভারেজ করবেন আপনে? no way সম্পদ গত ১৫ বছর ১৬ বছরে পুঞ্জিভুত আগেও ছিল, গত ১৪ ১৫ ১৩ ১৪ বছরে সবগুলো সম্পদ পুঞ্জিভুত হয়ে আছে কিসের লোকদের কাছে? সমগ্র অর্থ পুঞ্জিবিত্ত হয়ে গেছে। এখন ক্লাস ধনী শ্রেণী আর গরিব শ্রেণীর হয়ে আসছে। ধনীর একটা এক শ্রেণী আছে, তারাই সব ব্যবস্যা বাণিজ্য কানভাকদের সব কিছু দেখেন, তারা করছে। আর থার্ড হলো ছাত্র শ্রেণী, ছাটুর শ্রেণী সব ছাত্র শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে। আপনের যদি আপনে দেখেন আপনের যদি আমরা যদি ভ্যাকসিন আনতে পারতামতাহলে এত আক্রান্ত হতোনা, এত মারা যেত না| আপনার সরকারদের হিসাব করে কয়জন মারা গেছে| জন হিসাব করলে হবে না সংখ্যা হিসাব করলে হবে না, যে পরিবারের সদস্য মারা গেছে ওই পরিবার বুঝতেছে কষ্টটা কী, তার কান্নাটা কি, যে যার প্রাণ চলে গেছে সে বুঝতেছে। এটা বুঝতে হবে আপনাদের। এক, দুই হোল আপনার কোন সাস্থখাতে আপনার কারাপশন, আপনে দেখেন আজকের পত্রিকায় আসছে আজকের ইত্তেফাক পত্রিকায় বসছি আমরা আসছি পত্রিকার ইয়েতে আপনার গোপালগঞ্জে তাও। এখান থেকে কি চুরি করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মায়ের নামের হাসপাতাল সেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাতিজার নাম দেখে আসছে| সে আপনার লাইট দিচ্ছে এখানে একটা যে লাইটের দাম বাজারে হলো আড়াইশো থেকে ৫৫০ টাকা সেই লাইট সে ছাপায়া দিছে এই কত ৩০০০ ৩৫০০ টাকা দিয়ে। চিন্তা করেন আপনি এবং এক ডিপার্টমেন্ট আরেক ডিপার্টমেন্ট বলছে ওরা সাস্থ ইন্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট আমরা ওর্ডার দিয়েছি কন্ডাকটর কে আমরা দিয়েছি। ইটস গইং অন… কারাপসন বন্ধ করতে পারছেন আপনে? আপনার প্লাস আপনে আসেন যে দূর্নীতি কোথায়। বলেন গরিব মানুষ ভোট দিয়েছে আপনে। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন| এখন প্রত্যেক জায়গাতেই দুর্নীতি| কারণ কি জানেন, টিউন সাহেব আপনার দল করে, টিউন সাহেব আপনাকে ইলেকশনে এমপি বানাইছে ভোট কারচুপি করে, ওসি সাহেব বানাইছে এবং সারা বাংলাদেশে একই অবস্থা| আমার নিজের সোনাইমুড়ী উপজেলায় একটা এলাকায় সেটা প্রাইভেট জায়গা। প্রাইভেটে একটা খাঁচারদানি একদম খদ্দের মধ্যে গেছে মধুরপুর এলাকায় এবং তারা কোর্টে ইনেশন নিয়েছে যে আমার প্রাইভেট জায়গা। সেখান টিওন সাহেব ওসি সাহেব দখল করে ঘর বানায়া ফেলছে।

জিল্লুর রহমানঃ জি ব্যারিস্টার আমি আবার আপনার কাছে করে আসি আপনি একটু.. অনেকগুলো প্রসঙ্গ আপনি নতুন করে দুর্নীতি প্রসঙ্গ যুক্ত করলেন, নির্বাচনের কথাও আসলো। মিস্টার আসীম কুমার উকিল…. আমি শুধু চাচ্ছি দুর্নীতির কথা, বাংলাদেশের দুর্নীতি একদম জন্মের পর থেকেই ছিল কম বেশি মাত্রায়| গত কয়েক বছর ধরে এটি বেশি আলোচিত হচ্ছে, কিছু ঘটনা ঘটেছে| কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে কোভিডের সময়টাতে যখন মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার চিন্তায়, সেই সময় দুর্নীতি গুলো করে কিভাবে? গত বছরের শুরুর দিকেও আমরা এরকম দেখেছি এবং এখনো এখনো এবং তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ| ভারতেতো এক অজুহাতে মন্ত্রিসভায় এক বড় পরিবর্তন হয়েছে অনেক মন্ত্রী বাতিল বাদ গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদ গেছেন| কিন্তু বাংলাদেশে যখন মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজনরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে তারা মন্ত্রী থাকেন কি করে| বিশেষ করে এই সময়ে স্বাস্থ্যখাতে যদি দুর্নীতি হয়| মিস্টার আসীম কুমার উকিল

আসীম কুমার উকিলঃ জি ইতিমধ্যে আমার সহআলোচক অনেকগুলো প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে আর কি| ক্যানভাস টা অনেক বড় হয়ে গেছে| এত বড় ক্যানভাস নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনা করা অনেক কঠিন| আর স্বাস্থ্যখাত এবং প্রসাশন....

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ দাদা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাতিজা না পত্রিকায় আসছে দাড়ান হামিদ রানামিদ সে হাসপাতাল প্রধানমন্ত্রীর মায়ের নামে হাসপাতাল চিন্তা করেন সেখানেও দূর্নীতি।

জিল্লুর রহমানঃ গোপালগঞ্জ...মিস্টার আসীম কুমার

আসীম কুমার উকিলঃ এখন মানে এই আলোচনাটা এভাবে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু আলোচনাটা আমি যতটুকু বলেছি এটা খন্ডিত অংশ এটা আলোচনা করলে অসুবিধা হয়ে যায়। যেটা আপনি ব্যারিস্টার সাহেব বলেছেন আমি বলেছি যে ডিসেম্বরের মধ্যে সব ভ্যাকসিন এসে যাবে| আমি কিন্তু কথাটা তা বলিনি| আমি বলেছি যে ভ্যাকসিনের প্রবলেমটা সলভ হয়েছে| এখন কোন ধরনে ভ্যাকসিন নেওয়ার কাজটা চলছে| ডিসেম্বরের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরই ভ্যাকসিন টা নেওয়া হয়ে যাবে বা আমরা এটা এই সমস্ত জায়গায় সন্তুষ্ট কোন জায়গা নেই| তবুও এটা সন্তোষজনক স্যাটিসফেক্টরি লারাবল বলতে যেটা। বুঝায় আমরা সেটা কমপ্লিট করতে পারব আমি সেই কথাটা বলছি। আমি এটা বলি নাই ডিসেম্বরের মধ্যে সব আসবে তা না| আপনার সবকিছুই চলছে|সীমাবদ্ধতা আছে, আছেই বলে এত কথা হচ্ছে।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আশা করছেন, আশা করছেন, আপনারা আশা করছেন|

আসীম কুমার উকিলঃ সীমাবদ্ধতা আছে, একটা অনিশ্চয়তা ছিল বলেই তো কথাগুলো আলোচনায় আসছে বা বলছি বা আপনারা তুলে ধরছেন| সে ক্ষেত্রে ধাকা ধরেন স্বাস্থ্যখাত, স্বাস্থ্য খাতের অনিয়ম, দুর্নীতি এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে মিডিয়াতে। এটা বছরখানেক হয়েছে আবার আলোচনা করা যাবে। কিন্তু আমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছি, প্রথমত হলো যে আমনরা খেয়াল রেখেছে বাংলাদেশ যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্নীতিতে| আর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন না হয়|বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বর পৃথিবীতে আর বাংলাদেশের নাম যেন না আসে সেই জিনিসটা আমরা স্পতষ্ট খেয়াল রেখেছি এবং সেক্ষেত্রে এটা সাকসেস আছে।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ দাদা দুই নাম্বার হতে আপত্তি নাই এক নম্বর যেন না হই এইতো?

জিল্লুর রহমানঃ আচ্ছা উনি শেষ করুক।

আসীম কুমার উকিলঃ আমি কিন্তু একজন মনোযোগী ছাত্রের মতনআপনার কথাগুলো শুনেছি। আপনি লিখে রাখেন যতবার বলবেন আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো। না হলে আপনার খুব অসুবিধা হবে|

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ স্মরণ করে দিলাম|

আসীম কুমার উকিলঃ আপনাদের প্রবেশনটা এরকম সাথে সাথে দাড়িয়ে বলতে হয়।নিলয়েট হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয়।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আপনিতো উকিল মানুষ|

আসীম কুমার উকিলঃ আমি হল আইন প্রনয়ক্তা, আইনজীবী নই। তো সেখানে আমরা বিশ্ব সেন্টার হওয়ার বিষয় টা নিয়ন্ত্রণে এনেছি। নিয়ন্ত্রণ টেনে আনতে যেয়ে আমাদের মাথার মধ্যে যেটা ছিল যে কী কারণে এ দূর্নীতি গুলো হয়, কোন যায়গাটায় হয়। এটা লোক-চোখের অন্তরালে আসে এটা সামনে নিয়ে আসতে হবে। সেই হিসাবে আমরা বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। কার্যকরী পদক্ষেপ গুলো হল গ্রহণ করেছি বলেই স্বাস্থ্য খাতের সাহায্য শ্যামলীরা সামনে এসেছে| এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই বলেই আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা বালিশের দাম কত কিংবা একটা পর্দার দাম কত জিনিস গুলো জানতে পেরেছেন আরকি| এরপূর্বে এই জিনিসগুলো আন্ডারহ্যান্ডেলিংএ হত, পত্রিকায় আসতে দেওয়া হতো না, আলোচনার টেবিলে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না| আমরা এই জায়গাটা এনেছি, এনে আমরা কতটুকু সাকসেসফুল হয়েছি মানুষ বলে দেবে| আমি তো মনে করি যে আমরা লাস্ট টার্মে টেনে ধরতে সময় পেয়েছি| হয়েছে বলেই দুদুক আজকে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী| নকদন্তহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদক আর এখন নেই, অনেক বেশি শক্তিশালী| আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং আমরা আরো এগিয়ে যাবো অতিশীঘ্রই| আপনি প্রণপ্রণোদনার ব্যাপারে কথাগুলো বলছেন| ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনি সংসদ সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন| সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি আমার চাইতেও অনেক সিনিয়ার| এখন আপনি সংসদ সদস্য নেই| আপনি কি আপনার নির্বাচনী এলাকায় সেই নির্বাচনী এলাকায় এ প্রণোদনার কাজে সরকারের ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম টা আছে সেই সিস্টেমটায় ইনভল্ভ হওয়ার কোন সুযোগ আছে? নাই, অফিশিয়ালি ইনভার হওয়ার কোন সুযোগ নাই| এটার কাঠামোটা ব্রিটিশ আমল থেকে বর্ণিত যেই কাঠামো সেই কাঠামোটা হলো স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা| সেখানে উপজেলার চেয়ারম্যান থাকে উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যানরা থাকে, পৌরসভার মেম্বাররা থাকে টিএনও থাকে মেম্বার থাকে এবং সংসদ সদস্যরাও থাকে,মাননীয় সংসদ সদস্যরাও থাকে| এর বাইরে সুশীল সমাজের কেউকে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার কোন সুযোগ নাই যে যত বড় নেতাই হোক| আপনিএকজন বড় মাপের নেতা| আপনি বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে নির্বাচিত প্রতিনিধির রাজকসংকলবাদ, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সাবেক সংসদ সদস্য এতোগুলো পদ নিয়েও আপনার নির্বাচনী এলাকায় যে কাঠামো আছে সরকারি কাঠামো সেই কাঠামোতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই| ফলে প্রণোদনাটা গ্রামের কোন গরীব মানুষের কাছে যাবে তারা এই কাঠামো থেকে নির্বাচিত করে| সেক্ষেত্রে আপনারা ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশন নির্বাচনে যান নাই কিন্তু আমরা নির্বাচনটা করেছি| ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করছে| ফলে সেই চেয়ারম্যান যখন তালিকাটা তৈরি করে তখন তার দলকে প্রায়োরিটি দেয়, আগামী নির্বাচনের জন্য সে পাস করবে সে বিবেচনাটাও রাখে| ফলে এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ত্রুটিমুক্ত হয় বলে আমিও মনে করি না| আরে পক্ষের কোনো লাভ নেই ত্রুটি মুক্ত করতে গেলে পুরো সিস্টেম টাকে ঠিক মত সাজাতে হবে| তাহলেই সম্ভব| তার মধ্যেও এখন আপনার প্রথম প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে গার্মেন্টস ক্ষেত্রে| বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত অত্যন্ত নিয়ন্ত্রক, আমার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সবচাইতে সাকসেসফুল একটা জায়গা| যেটা দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হচ্ছে| সেটা তো আপনার বিজিএমইর হাতে প্রণোদনা টা দিব বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ সেই দিস্ট্রিবিউশন করে| এরা নিশ্চয়ই সে ক্ষেত্রে যতোটুকু সম্ভব হয় আন্তরিক করে| কিন্তু এই যে বললাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর হতে গেলে স্ট্যাটিকালী একটা ত্রুটি থাকে সেটা ফাইভ পার্সেন্ট বলি আর টেন পার্সেন্ট বলি এটাকে মেনে নিয়ে ম্যাক্সিমাম আমি এডজাস্টমেন্ট করতে পেরেছি কিনা সেটি দেখতে হবে| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত পরশু পাঁচটি স্তরে প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন| যা একেবারে দিনমজুর পর্যায়ে যাবে| যা আপনার লঞ্চের যে কাজ করে শ্রমিকরা তারও প্রণোদনার ব্যবস্থাটা আছে| প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বাস পরিবহন ক্ষেত্রেও যারা সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের প্রণোদনার ব্যবস্থা হয়েছে| উদ্যোগ টা সম্পূর্ণভাবে নেওয়া হয়েছে,চেষ্টা তো করছি| ডিসট্রিবিউশনের দায়িত্বটা আপনার আমার সকলের| সেইখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কথা হতেই পারে| আমারও সরকারের গৃহহীনদের কে গৃহ দেওয়া যে কথাটা আপনি বললেন যে একেবারে সর্বত্র লুটপাট সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে| জনাব খোকন ভাই সতর্কভাবে আপনি বড় ভাই টোটাল লক্ষাধিক ঘর তৈরি হয়েছে ১ লক্ষ ২০ ২৫ হাজার ঘর তৈরি হয়েছে| অনিয়ম যেগুলোতে বের হয়েছে এটা ওয়ান পার্সেন্ট ও নয়| আমি রিপিট করছি যে অনিয়মগুলো ধরা পড়েছে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এটা নিয়ন্ত্রিত হয় যেহেতু প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ, ওইটার প্রিভিয়াসের একজন অতিরিক্ত সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন অতি মুখ্য সচিব এটা টেককেয়ার করতেছেন| প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের টিম সারাদেশ চোষে বেরিয়ে দুর্নীতির যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট হবে| স্ট্যাটিস্টিকালি বলি ফাইভ পারসেন্ট ইউ ক্যান অভয়েড, এটাকে কাউন্ট না করলেও চলে| তার পরেও এই ওয়ান পার্সেন্ট এর জন্য যারা রেসপন্সিবল তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এটা কে হোল সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে এটা আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে| এখানে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি আমার প্রতিনিধিদেরকে ইমপ্রুভমেন্টে আনার কোনো সুযোগ নেই টিএনওই প্রধান কর্মকর্তা টিএনওই জান যা নিয়ম তৈরি করার করেছে| এখানে হয়তো একটা ঘর তৈরীর জন্য এক লক্ষ ৪০ ৫০ ৬০ হাজার বরাদ্দ হয়েছে| টাকাটা যথেষ্ট কিনা প্রশ্ন থাকতে পারে| কিন্তু সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্ন করার জায়গা নেই| এইখানে মিস হ্যান্ডেলিং হইছে মিস ইস্যুড হইছে অদক্ষতা হইছে একজন ইউএনও এই বিসিএসপর একজন অফিসার আরকি। এসিরেন বা এনডিসিআর প্রথম দিকে তো তারপর ইউএনও সাহেব যায়। সেক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা দায়ী হতে পারে, আন্তরিকতা দায়ী হতে পারে, অথবা মনে করতেই পারে দেখি ডানে-বাঁয়ে কইরা| যেকোনো কারনেই হতে পারে কিন্তু সরকার বিষয়টা সিরিয়াসলি নিয়েছেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে, আশা করছি আগত দিনগুলোতে আমরা এই সমস্যাটা আমারা ঠিক করতে পারব, আমরা এগিয়ে যেতে পারব| অনাহারে দিন কাটাচ্ছে আপনার সকল জায়গাগুলোতে যখন আমরা প্রচার করছি ট্রিপল থ্রিতে নক করলেই হবে এবং ট্রিপল থ্রিতে নক করা হচ্ছে সহযোগিতাও পৌঁছাচ্ছে| পৌঁছে ছিল তানা| অনাহারে লোক যে এই কথাটা বলছিলেন আপনার কথাটা আমি বিবেচনায় নিয়ে বলছি যে অনাহারে থাকে খাদ্য আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, আমরা চেষ্টা করছি সমগ্র জেলাকে এই বিষয়গুলোতে একটা সামগ্রী বিবেচনা করতে হবে| আমরা আশা করছি এই জায়গা গুলোতে আমরা আরো ভালো করতে পারব| কিন্তু এখনকার যে কঠোর লকডাউন কঠোর লকডাউন সেনাবাহিনী এই লকডাউন আপনি বলছিলেন না যে সেনাবাহিনী পুলিশ ও বিজিবি নামিও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আমি তো তা মনে করছি না| সকলের উপস্থিতিতে যদিও একটা নিয়ন্ত্রণে রাখার অবস্থা তৈরি হয়েছে| এটা মিলিটারি ল না| এটা কারগো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে করব সেটা পরের কথা| কিন্তু এখনতো অবস্থা পর্যন্ত পরেরদিন মিছিল করবেন যে আমার দিনমজুর কোদাল নিয়া বাইর হইছে কাজ করতে তার উপরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লোকজন হামলা করেছে|

জিল্লুর রহমানঃ আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে এইযে শিথিলতার নামে এক হাত যেটি যেটি হবে পরিস্থিতির যদি আরো খারাপের দিকে যায় কারণ মানুষের মুভমেন্ট হবে প্রচুর আমরা জানি হয় সেক্ষেত্রে তো পরিস্থিতি করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে| বরং এই শিথিলতা বাদ দিয়ে যদি জীবিকার প্রশ্নে যাদের সংকট আছে তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া হতো এবং সবাইকে ঘরে রাখা যেত যেকোনোভাবে সেটি কঠোরভাবে বা বুঝিয়ে সেটি বোধহয় কল্যাণ হত হত না বেশি| নাকি অগাস্ট মাস এমনিতেই শোকের মাস তার মধ্যে আরও শোকের বন্যা আমরা দেখতে চাই?

আসীম কুমার উকিলঃ না না না ছি এইটা না| আপনি যে কথাগুলো বলছেন অত্যন্ত সুন্দর কথা যৌক্তিক কথা এবং কথাটা ভালোই বলি আর কি| আপনি কি করে ফেরিঘাট বন্ধ করবেন গতবারের কথা মনে আছে? রাত্রে বারোটায় বন্ধ করেছি পরে দুপুর বারোটায় চালু করতে হয়েছে| না হলে ওইখানকার অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়| মানুষ উঠতে পারতেছে না কিভাবে দড়ি দিয়ে টেনে টেনে তারা লঞ্চে উঠেছে| সামগ্রিকভাবে সরকারকে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়াতে হবে| আমিতো আমার এই ভূখণ্ডে এই জনগোষ্ঠী তো আমার সম্পদ, আমার এজেন্ডা তো এদেরকে নিয়ে| এরা..

জিল্লুর রহমানঃ তো সেই সরকারই তো ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে আপনার|

আসীম কুমার উকিলঃ না, সেই জায়গাটাও তো তাদের কাছ থেকে আসা উচিত না জিল্লুর ভাই আপনি যেটা বলছেন..

জিল্লুর রহমানঃ আপনি অভিভাবক হিসেবে আপনার সন্তানকে কিভাবে লালন পালন করবেন কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করুন কতটুকু শাসন করবেন কতটুকু সুবিধা দিবেন প্রশ্রয় দিবেন সেটা তো আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে|

আসীম কুমার উকিলঃ অবশ্যই সে যখনআলোচক তখন এক পর্যায়ে যখন সে সমালোচক তখন আর এক পর্যায়ে| সন্তান যখন পিতার উপর নির্ভরশীল তখন একপর্যায়ে সেই সন্তানরা যখন চাকরি করে রোজগার করে তখন আরেক ব্যবস্থা করতে হয়| সেই জায়গাটায় তো সকলে মিলে আসতে হবে|

জিল্লুর রহমানঃ জি আসব আপনার কাছে| ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আমি প্রথমে এই প্রশ্নের যাওয়ার আগে দুইটা কথা বলতে চাই এমপি সাহেব বলেছেন| প্রথমত দুদক দন্তহীন বাঘ সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগের আমলে দুদকের চেয়ারম্যান বলছে| তুমি এটা বারো কি তেরো সালে বলেছে যে দুদক এখন একটা দন্তহীন বাঘ| শুধু এটা আওয়ামী লীগই তাদেরকে দন্তহীন বাঘ বানিয়েছে| এক, দুই হলো যে আপনার বাংলাদেশ দুর্নীতিতে এক নাম্বার, সেটা
২০০০ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ৯৬ ক্ষমতায় আসার পর এক নম্বর হয়েছিল| পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তিন বছর ধরে ছিল, এরপর বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু এটা একদম নিচে নেমে গেছে| এটা আপনার বলার জন্য বলছি| এখন আসছি আমাদের যোগ্যতা| আসলে দেখছি যে সরকারের আমাদের যে.. ডাবল স্ট্যান্ডার্ড| সরকারের আমাদের দ্বন্দ্ব আমরা চাই না, ভালো আমলা চাই| আমার ভালো আমলা নাই| সৎ, ডিসেন্ট, সুশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পন্ন আমলা আমাদের নাই| যে বিশৃঙ্খলা উপর যা আছে আমাদের সব কিন্তু আওয়ামী লীগের সামর্থ্যক ব্কিনা বা ব্লাড আওয়ামী লীগ কিনা, দাদা আওয়ামী লীগ করে কিনা, বাবা আওয়ামী লীগ করে কিনা। সপ যদি নিরপেক্ষও থাকে তো দেখেন প্রোমোশন পায়নি আজকের টপ জায়গায় সব জাগে কিন্তু আপনার লোক| এই কারণে গিয়ে তারা কিন্তু পলিটিক্যাল সাহায্য সবদিকে বেশিই পায়| মেরিটে ওসি হইছে বা ডিসি হইছে যার দ্বারা আপনারা গভমেন্টের পলিটিক্স কোন লোকজন আপিল করার যোগ্যতা আমাদের বেশিরভাগ সরকারি কর্মকর্তাদের নাই। দিস ইজ দা রিজন গভমেন্ট সাফারিং। যে কান্ট্রি সাফার করছে আওয়ামী লীগ গভমেন্ট ভালোবেসেছে| দুই হল, সরকার পরিচালনার জন্য যে যে মন্ত্রীর দরকার পলিটিকাল ডিসিশন নেওয়ার জন্য, মন্ত্রীদের অভিজ্ঞতা অতি দুর্বল মনে হচ্ছে আমার কাছে| কারণ এদেশের সিদ্ধান্তগুলো কখনো মন্ত্রিসভায় নেয় নেই| আপনার মধ্যে বেশিরভাগই কিন্তু অনভিজ্ঞ| দেখেন দল স্ট্যান্ডার্ড নয়, আমরা একদিক দিয়ে কঠোর লকডাউন করছি আবার আরেকজনকে খুলে যাচ্ছে এক সপ্তাহ এই যে এক সপ্তাহ আগামী এক সপ্তাহ খোলা থাকবে। কেন সৈদি-আরব যেখানে ঈদ হয়, যেখানে আমাদের পবিত্র মক্কা মদিনা আছে সেখানে কিন্তু হজ্জ করতে দিচ্ছে না কিন্তু| এর ভিতরে শুধুমাত্র হজ্জ করবে বাইরে হজ্জ করতে দিচ্ছে না কিন্তু, সেখানে হজ্জ করছে না| আমাদের থেকে মালয়েশিয়া, মুসলিম কান্ট্রি মালয়েশিয়া সেখানে আগামী ২৭ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন আছে জানেন? যে ঈদ করবা পশু কোরবানি করবা মসজিদে দিয়ে দাও, সেখান থেকে নিজে কিছু নেও আর গরিব মানুষদের কে দেও অসুবিধা নাই| আপনার ইন্দোনেশিয়ায় সেখানেও লকডাউন ঈদের সময় থাকবে| তো আমরা কি করবেন জীবিকা, জীবিকা দিয়ে আপনি কি করবেন জীবনটা শেষ করে দিলেন আপনি| দল স্ট্যান্ডার্ড নয় আপনার? আপনি বলছেন যে মাওয়া ফেরিতে লোক যায় এজন্য| জানে চাপ দিলে খুলবে, এইযে খুলে দিছেন আপনারা| এই যে আপনি দেখেন লকডাউন ইজ লকডাউন, আপনি কেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খোলা রাখলেন, কেন গার্মেন্টসে লক্ষ লক্ষ মানুষ খোলা রাখলেন আপনি হ্যা। এখান থেকে ইফেক্ট হচ্ছে আক্রান্ত হচ্ছে না বারতেছে না আপনি। আপনার জীবন জীবিকা| ওইযে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন দেশ-

বিদেশ দেখানোর জন্য? আরে মানুষ বাঁচতে পারে না কি বলেন কিভাবে| মানুষ তো মারা যাচ্ছে আমার| আক্রান্ত আজকে দেখেন ইংল্যান্ডের পরশু ৩৬০০০ আক্রান্ত হয়েছে মারা গেছে মাত্র ৭ জন কারণ তারা ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছে বেশিরভাগ লোক| ইরান রা ভ্যাকসিন নেয় নাই ইরানিরা আক্রান্ত হচ্ছে বেশি বা মারা কম যাচ্ছে| আমরা সারা পৃথিবীতে এগিয়ে আছে আমাদের বাংলাদেশই| আমরা এশিয়ার মধ্যে সেকেন্ড থার্ড হয়ে গেছে| এশিয়ার সেকেন্ড বোধহয় ওয়ার্ল্ডে থার্ড| বাংলাদেশ হলো করোনা হওয়ার হটস্পট হয়ে গেছে আবার এবং শুধু সরকারের দ্বিমুখী নীতির জন্য, ডবল স্ট্যান্ডার্ড জন্য| আপনি এই যে বাজার, আপনি খামারিদের কে সার্ফিং দিলেন, দেন অসুবিধা নেই গরুর খামারিদের কে| তাদের বাড়াচ্ছেন মানুষ মারছেন আপনি| আপনি কিন্তু খুলে দিলেন সবাইকে আপনি, খুলে দিলে কি হবে এবং ঈদের এক সপ্তাহ পরে আজকে মারা গেছে ২১০ জন অফিশিয়ালি দেখাচ্ছেন| আর যারা রেজিস্ট্রেশন করে না যারা টেস্ট করে না, যারা হাসপাতালে মারা যান নি ওভাবে কতজন মারা গেছে জানেন আপনার? এগুলোতো জনগণ জানে না| কতজন আক্রান্ত হয়েছে কতজন মারা গেছে কারা রেজিস্ট্রেশন করে নাই বা টেস্ট করে নাই কারা| এক সপ্তাহ পর কত হবে, দায়-দায়িত্ব কারো হবে এটা| আপনারা মিটিং করেছেন এটা তারা বলছে লকডাউন করতে বাড়াতে আবার সরকার বিভাগ বলছে, না জীবন জীবিকার জন্য ছেড়ে দাও| আপনার কি, এটা আবার কি একেক জন সাম পিপলস এওয়ে অফ দা ল। কারণ গার্মেন্টস সেক্টরের মালিকরা এওয়ে অফ দা ল নাকি তারা| আমারতো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শেষ করে দিচ্ছে আপনার| এই যে একটা হাশেম সেজান জুস যেটা, হাশেম সাহেব| ও ফ্যাক্টরি খোলা রাখল কেন| সেতো এক্সপোর্ট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নয় এটা, এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড ফ্যাক্টরি না এটা| কেন খোলা ছিল| কেন এই ৫০ জন লোক মারা গেল, ৫০ লোক আহত হল| কেন কি শক্তি তার? বিকজ হি ওয়াজ সামওয়ান সামথিং, বাংলাদেশের সামথিং| কারণ সে হলো আওয়ামী লীগের নমিনেশন পেয়ে লোকো সদর থেকে নৌকার টিকেটের ইলেকশন করেছে| এখন তার ফ্যাক্টরি বন্ধ করা যাবে না| লকডাউন হল আর কি, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চলবে কিন্তু ওটা চলবে কেন| কেন কোথায় আপনার মোবাইল কোর্ট, কোথায় রেব কোথায় বিজিবি কিছুতো করলো না কেউ| বলেন তদন্ত কমিটি করেছি| তদন্ত কমিটিতে এই লোকগুলো ফিরে পাবো, জীবন গুলো ফিরে পাবো আমি? মোটেও না| আপনিকিছুদিন বন্ধ রাখেন কিছুদিন খোলা রাখেন তারপর আপনার শিথিল, কোথায় কঠিন কোথাও শিথিল| আর টেলিভিশনে বলছে জরিমানা করেছে| আর হবে কি, ওরা জীবিকার জন্য বের হয় খাওয়া দেন, খাদ্য দেন, তা দিচ্ছে না আপনারা| আপনি তা দিচ্ছেন, দিচ্ছেন না মোটেও| তারপর আপনার এখন এই যে প্রতিদিন বাড়বে, ভ্যাকসিন জোগাড় করতে পারেন নাই কেন| সব জায়গায় যান আপনি কিনেন| কালকে আপনি শ্রীলংকা বলছেন বাহাদুরি করছে শ্রীলংকা আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি গভমেন্ট কে| টাকা দিলে এক বছর আগে বুকিং দিলেন না কেন| চীনে, চাইনিজদের বললেন না কেন| অন্যজায়গায় দিলেন না কেন জার্মানিতে বুকিং দিলেন না কেন আপনি| যার টাকা আছে বুকিং দিছে,আপনার টাকা নাই তাই আপনার.. টাকা নাই| আপনার সব টাকা ব্যাংক সব লুট হয়ে গেছে| আপনার পিকে হালদার আপনাদের লোক, এমপি খোকন আপনাদের লোক| সব ব্যাংক থেইকা বেনামে লোন নিয়া চলে গেছে| আপনি কি করলেন আইন করলেম আরো, আগে মানুষে টাকা ব্যাংকে রাখে সে পরিবারের একজন বা দুইজন ছিল দায়িত্বে এখন করলেন চারজন দায়িত্বে থাকতে হবে, নকচ থাকবে| মানে জনগণের টাকা ব্যাংকে রাখবে আর সেই ব্যাংকের মালিক অল্প কয়জন ফ্যামিলি মালিক মালিকানা তাদের| আপনার সময় এমপি গঠন করছেন আপনারা| বিকজ ইউ দা গভমেন্ট, দিজ গভমেন্ট ইজ নট পিপলস গভমেন্ট| জনগণের সরকার নয়, কিছু ব্যবসায়ী প্রতিনিধিত্ব এই সরকার আমি মনে করি| যেভাবে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি মালিকদের সরকার| ওই যে কি জানি বলেন আপনার ব্যাংকের কিছু যা লুটপাট করছে সরকার| ইট ইজ দ্যা ওয়ে ইউ হ্যাভ টু সেভ দা পিপল| আপনার বাঁচাতে হবে মানুষকে|

জিল্লুর রহমানঃ ব্যারিস্টার খোকন আমি আসছি আবার আপনার কাছে| মিস্টার অসীম কুমার উকিল আপনি বলবেন আপনার পালায় কিন্তু ওই প্রশ্নটা যেটি মিস্টার খোকোন একাধিক বার আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছে। যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার আসলে এখন ব্যবসায়ী এবং আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সরকার এবং তারাই এখানে ডমিনেট করছে| এমনকি আওয়ামী লীগের ভিতরকার যে

রাজনীতি শক্তি তারাও খুব একটাসুবিধা করতে পারছে না এই জায়গাটায়| তারা অনেকটা সাইডলাইনে পড়ে গেছে| সো বলা হয়ে থাকে রাজনীতিক সরকার যদি অন্য কেউ চালায় তাহলে আসলে তাদের পক্ষে আর সুশাসন দেওয়া এবং শাসন করা দুরূহ খাত| সেটি এখন হচ্ছে|

অসীম কুমার উকিলঃ খোকন ভাইয়া একসময় বিশ্বাস করতেন আই উইল মেইক দ্য পলিটিক্স দিফিকাল্ট ফর দা পলিটিশিয়ান| সেইটার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং সেটা থেকে মুক্ত আমি থাকবো এটা কি এত সহজ| ৭৫ থেকে ৯৬ ২১টি বছর যে বৃক্ষটা রোপণ করা হয়ে গিয়েছিল সেটা শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে| সে গাছ অনেক বড় হয়েছে| সে গাছ ফুল দেয় ফল দেয় ডালপালা গজায় ছায়াও দেয় ঠিক| এডাল রাজনীতির বেসিক কথা আসছে রাজনীতি তো রাজার নীতি না নীতির রাজা। রাজনীতি হলো দেশকে ভালোবেসে জীবন উৎসর্গকরা কাজটা করে তারাই রাজনীতিটা করে আমি সেই বলছি তা নয় কিন্তু। তবে কে রাজনীতি করবে বা করবে না সেই জায়গাটা আলোচনায় থাকতে পারে| তবে আমি বিশ্বাস করি রাজনীতিতে সকলের অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে| নিয়ন্ত্রনটা কার হাতে থাকবে এটা রাজনীতিবিদদের হাতে| আমার হাতে যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে আমার এলাকায় আরকি| আজকে যদি নিয়ন্ত্রণ করে ইয়নও আজকে যদি আমার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করে ডিসি-এসপি এটা আমার ব্যর্থতা অর্থাৎ রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা ঠিক| এই সামগ্রীক বিতর্কটা এই প্রক্রিয়াটা আমার দেশ এনেছে। এখন এই বিতর্কে যাওয়াটা সঠিক হবে কিনা আমি জানিনা যে এই প্রক্রিয়াটা পঁচাত্তরে বাংলাদেশের দাঁড়িয়ে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া টা যেটা শুরু হয়েছিল সেই রাজনীতিতো পঁচাত্তরোত্তর যে তার জন্ম হয়েছে সেই দলটা বড় করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে এনে জড়ো করেছে| সেটা আদর্শিক কতটুকু, কতটুকু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া সেটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট| কিন্তু যেভাবেই হোক সাম্রাজ্যের ওবায়দুল কাদেররা তো সেখানে গিয়েছিলেন| যেভাবেই হোক বরং শ্রদ্ধেয় মাওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে মশিউর রহমান যাদু মিয়া সারাদেশ থেকে শুরু করে অনেক লোকজন হয়েছে| আদর্শিক কতটুকু, কতটুকু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া কতটুকু নিজের ক্ষেত্রে নিজের শৌর্যবীর্য বাড়ানোর সেই আলোচনাটা ভিন্ন। কিন্তু এই যে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল এই প্রক্রিয়াটি ছিল বেরাজনৈতিক ধরনের। এর মাঝখান থেকে আমরা চেষ্টা করছি এগিয়ে যাওয়ার জন্য| অবশ্যই রাজনীতিটা রাজনৈতিকবিদরা নিয়ন্ত্রণ করবেন। কিন্তু একজন সাবেক আমলা এরা যেহেতু আসতে পারবে না কোথাও লেখা নেই| একজন বিজিএমইএর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট যারা বা যারা বিসিসাই দনিয়ন্ত্রণ করবে তারা রাজনৈতিক সাথে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা তো হতে পারে না| এই সবাই খেয়াল রাখবেন পলিটিক্স টা কি, পলিটিক্সটা হচ্ছে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের একটা মিলন মেলা| সেখানে আমার একটা ফুটবল প্লেয়ার থাকবে, সাধারণ মানুষ থাকবে| বাংলাদেশের প্রাঙ্গণ কিভাবে আলোকিত করা যায়, আলোকিত করা যায় সংগঠিত করা যায় সে পরামর্শটা নিব| কোকিল কেউ কি মমতাজ থাকবে? আমার সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা নায়ক হরক সুজন সখীর সুজন হরক ভাই থাকবে। আমরা ওই জায়গা গুলোকে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি সেসেজন্য এরা থাকবে এবং ডক্টর মহিউদ্দিন খান আমলারা থাকবেন| আমরা তাদের সাথে নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাটা দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করবে| আবার আমরা যারা সিই পঁচাত্তরোত্তর বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছি শেখ মুজিব একাত্তুরের লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে তারাও থাকবে| আমরা যারা স্লোগান দিয়েছি পুলিশ তুমি যতই মারো গঠন তোমার ২১২। পুলিশ এয়ার গ্যাস মারছে আর আমরা মিছিল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি| সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, জঙ্গী শাসন মোকাবেলা করার আমরা অগ্রসর হয়েছি, সবাই মিলেই যাব আমরা অগ্রসর হবো| সামগ্রিকভাবে সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা ব্যাঘাত ঘটেছে| একেবারে আমরা নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে পারিনি|

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার অসীম কুমার উকিল আমি একটু আপনাকে থামিয়ে দিয়ে আমি আসছি আবার আপনার কাছে, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি| আমি একটু ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনের শেষ বারের মত কথা শুনে আসি আপনার কাছে| ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন..

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আমি দাদা যে প্রশ্নগুলো নিয়ে এসেছে সে প্রসঙ্গ গুলো পরে আসব আমি প্রথমে আরেকটি প্রসঙ্গে আসতে চাই শিক্ষাব্যবস্থা| গত দুই বছর ধরে আপনি জাতিকে অশিক্ষিত করে রাখছেন| যেখানে আমাদের ড্রপ আউট বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায়না, স্কুলে থাকতে চায়না কলেজ যেতে চায়না ড্রপ আউট বেশি সেখানে দুই বছর আপনি কোনো কর্মকালীন রাখলেন না আপনি| দুই বছরের শিক্ষাব্যবস্থা শেষ করে দিয়েছেন আপনি| স্কুলে মাল রাখছে সেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস করাতে পারতেন আপনি| আপনার দরকার হলে শিফটে ক্লাস করেন আপনারা| আপনারা শিক্ষাব্যবস্থা দরকার হলে কমদামি মোবাইল স্কুলে কিনে দিতেন| বাংলাদেশ ছাড়া ভারত থেকে অনলাইনে ক্লাস করতো আপনার| দুই বছর আপনার সময় জাতিকে আপনার একটা জেনারেশনকে অশিক্ষিত করছেন আপনারা| এই যে আপনি শিক্ষাব্যবস্থা কিছুই করেন নাই আপনারা| কোন জাস্ট ভ্রুক্ষেপ ও করেন নাই| ক্ষমতার মরে আপনার টাকা ইনকাম করব কেমনে টাকা খরচ করব কেন কমপ্লেন থাকবে এটাই আমার দাবি| আমি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখনো সময় আছে লেটস স্টার্ট, লেটস মুভ| সেখানে প্রত্যেক জায়গাতেই আপনার ক্লাস শুরু করে দেক অনলাইনে হোক বা মাঠে হোক যেভাবে হোক করতে পারতো করা যায়| এক, দুই হল যে এই জবাবদিহিতা গুলো| শুনেন প্রত্যেক দলের সৃষ্টি একরকম| আজকে বিএনপি এই জায়গায় আসছে, আওয়ামীলীগ এর সৃষ্টিও এভাবে। সেখান থেকে কিন্তু আওয়ামী লীগ হয়েছে| হ্যাঁ আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয় লীগের দল| কারণ, কি কারণ? বিকজ আদর্শ আছে, ন্যাশনালিজম আছে| আর ন্যাশনালিজম বিশ্বাস করি এরকম, আমার মাকে যেরকম ভালবাসি আমার দেশকে অনেক ভালোবাসি| প্রত্যেকে জাতীয়তাবাদী লোকজন বিশেষ করে বলি আজকে ছয্যনির্বেদল। আর দেখেন আপনারা আওয়ামী লীগ আমি আওয়ামী লীগের কাছে কিন্তু প্রতিদিন আস্তে আস্তে কিন্তু দলবদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজকে এমপি ভোট হলেও করতে হয়, চ্যয়ারম্যান ভোট হলেও জোর করে করতে হয় প্রশাসন ব্যবহার করতে হয় উপজেলা চেয়ারম্যান জোর করতে হয় সব জায়গাতে জোর করতে হয়, মেয়র বলেন সব ভোট জোর করে করতে হয়|এমন কি স্কুলকলেজের ম্যানেজমেন্টের ভোটও আপনারা করতে চান না ভয়ে জনগণ আপনাদের জন্য আতংক হয়ে গিয়েছে। এ দুঃখজনক। কারণ কি জানেন যে কোন দেশের মধ্যে যদি সবকিছু নিজেদের মধ্যে রাখতে হয় এস ইফ দুইটা এস ইফ দুইটা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল দরকার। আজকে আপনার বিএনপিকে আঘাত করতেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনকে মিথ্যা মামলায় আপনি ধরে রাখছেন এবং তারা কারাবন্দিতো ঘরে রাখছেন চেয়ারপারসনকে মিথ্যা মামলা করে দিয়েছে। কিন্তু বিএনপি বিএনপিকে দূর করার চেষ্টা করছেন। দেশে ডেমোক্রেসি রাজনীতির সুখ স্বাভাবিকভাবে বন্ধ করে দিচ্ছেন। এতে কিন্তু দেশের জন্য ক্ষতি হচ্ছে গণতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে। জবাবদিহিতা আনতে হবে জবাবদিহিতা নাই। আপনি যদি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন আপনারা আপনারা প্রত্যেকেই চিন্তা করতেন এমপি সাহেব চিন্তা করতো চেয়ারম্যান চিন্তা করতো আমি যে ভালো কাজ না করি ইলেকশনের সময় আমাকে ভোট দেবে না। এখন পাঁচ বছর দাবার চাল চালান ঠিকই ইলেকশনের সময় কি একটা ম্যাকানিজম বার করেন পরের দিনের ভোট আগের দিন করে ফেলেন আগের ভোট পড়ের দিন করে ফেলেন। আগামীতে বলবেন দুই দিন আগে করব আমরা ভোট গতবছর করছেন তো একদিন আগে রাতে করছেন। এরপর তো দুইদিন আগে করে ফেলবেন আপনারা যেটা প্রক্রিয়া হইছে। ট্যাঁকার তো অসুবিধা নাই পদে পদে মেগাপদে দেখতে হবে আজকে পত্রিকায় আসছে কোন একটা পত্রিকায় বাংলাদেশ প্রতিদিনে এইযে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনার ১২ বিলিয়ন ডলারের ১২ বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট করেছেন আপনারা বিদ্যুৎপাবো ২২০০ না ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবো। এটা দিস ইজ দ্যা ওয়ারটস এবং এটা কি এটা এটা এটা দিস ইজ এ ফেয়ার আপনার যে স্পিড ভাড়া করছেন ১২ বছর আমি টাকা দেব না শোধ করবেন তাইলে ১২ বছর পর যে প্রধানমন্ত্রী হবে দেশ চালাবে বা আপনি চালাচ্ছেন আপনি চালাচ্ছেন দেশ কিভাবে চালাবেন আপনি মহুমা দিতে হবে আপনার। আরো কিছু কিছু বড় বড় প্রজেক্ট আছে আননেসেসারী এবং এখান থেকে আমরা কিন্তু আরো কম ইনভেস্টমেন্ট করে বেশি বিদ্যুৎ পেতে পারতাম। কুইক রেন্টালে দেখেন কারা মালিক সত্যতা প্রকাশ করেন বেশিরভাগই আওয়ামীলীগের বড় বড় নেতারা মালিক এখন বিদ্যুৎ বানাইলাম বিদ্যুৎ বানাইলেও টাকা দিতে হবে না

তৈরি করলেও টাকা দিতে হবে। আপনার বিদেশে টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে টাকা চলে যাচ্ছে এবং অবৈধভাবে বিদেশে টাকা চলে যাচ্ছে

জিল্লুর রহমানঃ জি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন শেষ করতে হবে প্লিজ।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ জি আমি মনে করি আজকে সমালোচনা সহ্যের সমালোচনা খুঁজে দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে সরকারের। সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। আজকে সরকার দুর্নীতি সংস্থাকে হেল্প করবে সাংবাদিককে গ্রেফতার করবেন রাজনৈতিক কর্মী করবে তারা গ্রেপ্তার করবেন আপনার মিথ্যে মামলা দিবেন বিজয় সিকিউরিটি আটকে আপনার আপনার মানবাধিকার কর্মী তাদের গ্রেপ্তার করবেন এবং তাদের গ্রেপ্তার মিথ্যা মামলা দেবেন যদি ইফ ইউ বিলিভ অন ডেমোক্রেসি যদি এখানে পরিবর্তন এই জায়গার মধ্যে ছুটে আসতে হবে এবং আপনার হিল ডেমোক্রেসি ওই যে প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলতো না প্রধানমন্ত্রী বলছেন লাস্ট মিনিট একটা স্লোগান দিত না আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব ওই দায়িত্বে ফিরে আসতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ মিস্টার অসীম কুমার উকিল মিস্টার অসীম কুমার উকিল

অসীম কুমার উকিলঃ শেষ পর্যায়ের মতো বলা শেজান জুস কোম্পানির অগ্নিকাণ্ডে প্রত্যানয়ন এর ঘটনা ছিল সেটা খুব দুঃখজনক অতুলনীয় ক্ষতি হয়েছে। ওনার ওই কোম্পানির যিনি মালিক হাজার নয় আওয়ামী লীগ করেন এটা তো কোন অর্থে দর্শনীয় হতে পারে না। আপনাদের বলতে হবে এটা উল্লেখ করা দরকার ছিল যে উল্লেখ করেন এবং ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাপ-বেটা সবাইকে আমরা এরেস্ট করেছে যারা কারখানার সাথে জড়িত ছিল এবং আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এই এই জায়গাটা কিন্তু বলতে হবে এই জায়গা গুলো যদি আরেকটু এরকম হত যে এফডিসিশের কর্মকর্তারা দৌড়ে গেছেন সেখানে বাংলাদেশ ট্রেড বডি যিনি যারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় তারা ওই ইন্ডাস্ট্রির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন কথা বলছে আইনের পক্ষে। আমার আর খোকন ভাইয়ের পক্ষে এবং জিল্লুর ভাই এর পক্ষে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ হতো দুঃখজনক হলেও সত্যি ট্রেড বডিগুলোর মধ্যে এই সমস্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ব্যাপারে দ্বিমত এর কোনো অবকাশ নেই এবং সেটা কিভাবে কভার করা যায় আমরা কাজ করছি আপনারা কাজ করছেন সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করি না কিভাবে কি অগ্রসর হওয়া যায়? আপনারা বলছিলেন নাকি সৌদি আরবে ঈদ হবে না ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ঈদ হবে না হজ হচ্ছে না এই চে এই বিষয়গুলি আর কি। ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা আর রাজনৈতিক অবস্থা কোথায় আছে আর আমরা কোথায় আছি এটা তো বাংলাদেশী সম্ভব। বগুড়ায় মধ্যরাতপুরে আকাশে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে দেখা গেছে আল্লাহর দূতকে দেখা গেছে বলেন। লাঠিসোটা নিয়ে মধ্যরাত্রিতে বিভিন্ন জায়গায় হামলা করা এটা কিন্তু ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া কিংবা মিডিলিস্টে এটা দেখা যায় না। আজকে এই জায়গাগুলো বিবেচনায় রেখে তো আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

জিল্লুর রহমানঃ এর দায়িত্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক সকল শক্তিকেই নিতে হবে প্রধান দুটো দলকেও নিতে হবে।

অসীম কুমার উকিলঃ আওয়ামী লীগ-বিএনপি তো দায়িত্ব নেবে এটা এরানোর কোন সুযোগ নেই। আর আপনি বলছেন ভ্যাকসিন বুকিং ভ্যাকসিন নিয়ে যখন গবেষণা চলছে সে সময় আমাদের সরকার বুকিং দিয়েছে ভ্যাকসিনের। ভ্যাকসিন পৃথিবী ১৩৫টা দেশে যখন পায় নাই তখন বাংলাদেশের সার্বজনীনে আমরা এটা দেওয়া শুরু করেছি। তবে এ কথাটা বলতে ছিলাম যে দিস ইজ নট ফেয়ার। যেভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে আমরা জনগণের জন্যই রাজনীতিটা করি। জনগণকে সাথে নিয়ে এই করি জনগণের ভোটে নির্বাচিত পদ্ধতি কিন্তু খোকন ভাই এনালগ যুগের পদ্ধতি তো ডিজিটাল যুগে চলবে না।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আমি দাদা আমি বলছি না উই হ্যাভ দা আমরা ফেয়ারনেস চলে আসতে হবে আমরা তো ডিফেন্স চলতে হবে আমাদের।

অসীম কুমার উকিলঃ এই পদ্ধতির এবং আমরাও তো চেষ্টা করবো গত নির্বাচনে থেকে আরও আধুনিক একটা পদ্ধতি কিভাবে বের করে দেওয়া আমরা তো কাজ করছি। সেটা আপনার হঠাৎ করে আচমকা দেখে চমকে উঠতে পারেন সেটা ভিন্ন কথা। সেটা আপনার সীমাবদ্ধতা।

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আবার দুই দিন আগে করেন নাকি ভোটটা

অসীম কুমার উকিলঃ না না আমি নির্বাচনটা কিভাবে করবো আপনি কিভাবে করবেন এটাতো উভয়ের কাজ আছে এই গবেষণা তো চলছে

জিল্লুর রহমানঃ জি শেষ করতে হবে মিস্টার অসীম কুমার উকিল শেষ করতে হবে।

অসীম কুমার উকিলঃ আমরা বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি আমরা সবাই কোরোনা মুক্ত থাকবো

মাহবুব উদ্দিন খোকনঃ আপনে তো ভালো মানুষ আপনার কাছে যাবে না। অন্য জায়গা ওসি সাহেব টিওনো সাহেব এমপি সাহেব গরু উঠাবে কুরবানির গরু কিনে দেন স্যার

অসীম কুমার উকিলঃ এই কথা বলেই ভিত্তিহীন এই কথাগুলি ভিত্তিহীন বলছেন খোকন ভাই আমি মনে করি না। কারণ আপনিও এমপি ছিলেন আপনিও নেতা। কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছি আমাকে এগুলো মোকাবেলা করতে হয় না আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাব আমরা অবশ্যই কোরোনা যুদ্ধে বিজয়ী হবো। বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ মিস্টার অসীম কুমার উকিল এবং ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য। দর্শক কথা হচ্ছিল কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে নয় একটু দ্রুত সম্পন্ন গতিতেই কোরোনা সংক্রমনের হটস্পটে পরিণত হচ্ছে এবং সেটি সামাল দেয়ার ক্ষমতা আসলে এটি যদি বাড়তে থাকে সেটি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না। সেটি যেন সকলে মাথায় রাখেন নাগরিকরাও মাথায় রাখেন সরকারও মাথায় রাখে। করণীয় কি করনীয় দ্রুততার সঙ্গে সরকারকে টিকার ব্যবস্থা করতে হবে যত দ্রুততার সঙ্গে যেখান থেকে হোক যেভাবে হোক। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা যেটি সহজ কথায় মাস্ক পরা হাত ধোয়ার অভ্যাসটা চালু করা অন্যদের থেকে সামাজিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং কোন ধরনের সভা সমাবেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন না করা। এটি হচ্ছে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। সেটি যেন আমরা সকলেই মাথায় রাখি। অনেক রকমের কথা এখানে আলোচনার মধ্যে এসেছে যে আমরা জীবন-জীবিকার সংকট সেটিকে ভারসাম্য বজায় রেখে আসলে সরকার সবকিছু কঠোরভাবে করতে পারছে না। কিন্তু এটি মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে আমাদের মাথাপিছু গড় আয় যা আমাদের জিডিপি যেভাবে স্থিতি অবস্থার মধ্যে আছে তাতে করে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদেরকে খাওয়াতে পারবে না সেটি কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির ওই ফ্যাক্টস ফিগার কিন্তু বলে না। এবং অর্থনীতিবিদরাও বলেন সেটি খুব বেশি টাকার ব্যাপার না বাংলাদেশের সহজেই সেটি বিষয়টা হচ্ছে কিভাবে আপনি ম্যানেজ করবেন সেই ম্যানেজ করাটাই হচ্ছে প্রধান বিষয়। সেটি খুব কষ্টসাধ্য হতো না মানুষকে ওই আস্থায় নিতে পারলে মানুষ হয়তো সেগুলো মেনে চলতো বলে অনেকের ধারণা। অনেকটাই বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে রাজনীতিবিদরা দূরে সরে যাচ্ছেন এবং সেখানে আমলারা আমলারা অবশ্যই একটি রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীরা একটি রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যার যেখানে থাকার তার সেখানেই থাকায় ভালো। ব্যবসায়ীরা আমলারা রাজনীতি করবেন না সেটি নয় কিন্তু রাজনীতিতে রাজনৈতিক শক্তিটাই নেতৃত্ব দেবে ডমিনেট করবে সেটি প্রধান এবং জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী শক্তিও রাজনৈতিক শক্তিও নিজেরাও দুর্বল হয়েছেন তাদেরকেও দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে এবং সবটা মিলিয়ে ক্ষমতাশীল যে রাজনৈতিক শক্তি আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেটি তাদের জন্য অনেকেই মনে করেন যে তারাও ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সেটি বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যতের গণতন্ত্রের জন্য কোন অবস্থাতে সুখকর নয় এবং কল্যাণকর নয় এবং এখানে একথাও আলোচনার মধ্যে এসেছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সংকট তৈরি হয়েছে এবং শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ বর্তমান দুটোই। সেটিকে কিভাবে ঠিকঠাক করা যাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা কথা অনেকদিন ধরে প্রচলিত যে আমরা সংখ্যার দিকে জোর দিয়েছি মানের দিকে জোর দিনি। মানটাকে কিভাবে ঠিকঠাক করা যাবে সেই জায়গাটিকে এখন দ্রুত মনোযোগ দিতে হবে। টানা অনেক অপচয় ইতিমধ্যে আমরা করে ফেলেছি কোরোনাও তার জন্য দায়ী আমাদের সিদ্ধান্তহীনতা অথবা দোদুলতা দ্বিধাও সেখানটাতে অনেক দায়ী। আর আলোচনার মধ্যে এ কথা উঠে এসেছে যে সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বাংলাদেশ পরামর্শহীনতা সহিংসতা এবং সমালোচনা করবার ক্ষমতা কিন্তু অনেকেরই নেই এটি আমরা দেখে যেমন ক্ষমতাসীন শক্তি নেই ক্ষমতাসীন দলের নেই বিরোধী রাজনৈতিক দলেরও আমরা প্রায়শই পত্রপত্রিকায় লক্ষ্য করি যে তারাও কিন্তু তাদের সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। কাজেই গণতন্ত্রের চর্চা

করতে হলে সমালোচনাটা সহ্য করতে হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।